গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে
সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (৪র্থ পর্যায়)
মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা।

পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১৪৫.০২.০০৫.১৫-৩০১ তারিখঃ ১৪/০৮/২০১৬ খ্রি.

বিষয়ঃ- **২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে অত্র প্রকল্পের আওতায় জলাশয় উন্নয়নের নিমিত্ত স্কীম প্রণয়ন ও প্রেরণ প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে অত্র প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৬১টি জেলার ৪৬০টি উপজেলার জলাশয় উন্নয়নের জন্য অর্থ বরাদ্দ রয়েছে। আপনার জেলার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী প্রকৌশলীর সহায়তায় ১৯/০২/২০১২ তারিখে মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রনালয় কতৃক অনুমোদিত 'সমন্বিত মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের স্কীম প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ নীতিমালা' এর নির্ধারিত ছকে নিম্নোক্ত শর্তাবলী অনুসরণ পূর্বক স্কীম প্রণয়ন করে আগামী ৩১/১০/২০১৬ তারিখের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বরাবর প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হলো।

১। **স্কীম নির্বাচনের শর্তাবলীঃ-**

১. শুধুমাত্র সরকারী মালিকানাধীন জলাশয়ে (পুকুর, বরোপিট, বদ্ধখাল ও মরানদী) স্কীম প্রণয়ন করতে হবে।
২. প্রকল্পভূক্ত ৬১টি জেলার ৪৬০টি উপজেলার মধ্যে স্কীম প্রণয়ন করতে হবে ।
৩. ডিপিপিতে উল্লেখিত খাস পুকুর, বরোপিট, বদ্ধখাল ও মরা নদী ব্যতিত অন্য কোন প্রকার জলাশয়ের স্কীম প্রণয়ন করা যাবে না।
৪. স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক স্কীম অবশ্যই অনুমোদিত হতে হবে ।
৫. মাছ চাষের কৌশলগত দিক ও সুফলভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের দিক বিবেচনা করতে হবে।
৬. স্কীম নির্বাচনের সময় পরিবেশগত বিষয়সমূহ বিবেচনা করতে হবে ।
৭. জলাশয়টি দরিদ্র সুফলভোগীদের নিকট কমপক্ষে ৫(পাঁচ) বৎসর ইজারা প্রদান করা যাবে এমন জলাশয় নির্বাচন করতে হবে ।
৮. সুফলভোগী সদস্য/সদস্যাদের বাড়ীর কাছাকাছি জলাশয় নির্বাচন করতে হবে ।
৯. মাছ চাষের জন্য পানির গুনাগুন যেমন, লবনাক্ততা, পি, এইচ লেভেল ইত্যাদি যথাযথভাবে বিবেচনা করতে হবে ।
১০. অন্য কোন উন্নয়ন প্রকল্পভুক্ত স্কীম এ প্রকল্পে কোন অবস্থাতেই অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না ।
১১. প্রতি হেক্টর জলাশয় উন্নয়নের জন্য সর্বোচ্চ ১২,৫০০.০০ (বার হাজার পাঁচশত) ঘনমিটার মাটি খনন করতে হয় এমন জলাশয় নির্বাচন করতে হবে ।
১২. অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রতি ঘনমিটার মাটি পুনঃখনন কাজের জন্য ১৪২.৫৭ (একশত বিয়াল্লিশ টাকা সাতান্ন পয়সা) টাকা হিসাবে প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে। এলসিএস এর সম্পাদিত কাজের বিল হতে সরকারী বিধি মোতাবেক VAT, IT ইত্যাদি কর্তন করতে হবে।
১৩. স্কীম নির্বাচনের সময় গ্রুপ সদস্যদের মধ্যে কমপক্ষে ৫০% মহিলা সদস্য অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।
১৪. স্কীমের ডিজাইন গভীরতা ৩.০০ মিটারের মধ্যে সীমিত রাখা বাঞ্চনীয়।
১৫. প্রকল্প এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন এবং সুফলভোগীদের সাথে বিস্তারিত মতবিনিময়ক্রমে স্কীমের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সুনিশ্চিত হওয়ার পর স্কীম/প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।
১৬. প্রস্তাব প্রেরণের পূর্বে জলাশয়ের মালিকানা, ইজারার মেয়াদ, সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অনাপত্তি প্রাপ্তি (NOC) এবং প্রকল্পের বাস্তবায়নোত্তর মাছ চাষ, হাঁস-মুরগী লালন পালন কার্যক্রম ও এর সম্ভাব্য অর্থনৈতিক প্রভাব (Economic Impact) সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করতে হবে।
১৭. হালনাগাদ সরেজমিন পরিদর্শন ও NOC এর ভিত্তিতে স্কীম/প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। ইতোপূর্বে প্রণীত/গৃহীত প্রাক্কলণ বা NOC এর ভিত্তিতে প্রস্তাব/স্কীম প্রেরণ পরিহার করতে হবে।
১৮. স্কীম প্রণয়নকালে স্থানীয় জনসাধারণ ও জনপ্রতিনিধির সাথে মত বিনিময় করে প্রকল্পের দ্বৈততা (Repeatation) পরিহার করতে হবে। একই এলাকার একটি স্কীম একাধিক বছরে ভাগ করে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে উক্ত স্কীমকে স্থানীয় সীমানা কোন বিশেষ স্থান/স্থাপনা বা প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির ভিত্তিতে এমনভাবে বিভাজন ও নির্দিষ্ট করণ (Specify) করতে হবে যাতে স্কীমের কোন অংশ কবে বাস্তবায়িত হয়েছে তা সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়।স্কীমে সংযোজিত নক্সায় তা সুস্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করতে হবে।
১৯. স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারসহ স্থানীয় প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিবৃন্দকে সম্পৃক্ত/অবহিত করার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
২০. স্কীম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পের নীতিমালা এবং প্রচলিত সরকারী আর্থিক বিধি-বিধান যথাযথ অনুসরণ করতে হবে। নিরীক্ষা সংক্রান্ত সম্ভাব্য জটিলতা পরিহারের লক্ষ্যে সময়মত সরকারী অর্থের ব্যয় ও সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে এবং বিল ভাউচার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।
২১. বাস্তবায়নাধীন স্কীমের নাম,মোট বরাদ্দ,কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরন ইত্যাদি তথ্য সম্বলিত সাইনবোর্ড প্রতিটি স্কীমের পাশে স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে।
২২. যেহেতু স্কীমের যাচাই, প্রাক্কলন প্রস্তুত/ প্রেরণ এবং তা যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে অর্থ ছাড় করণ একটি সময় সাপেক্ষ প্রক্রিয়া,সেহেতু এফসিডিআই প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কার্যক্রমকে সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার প্রদান পূর্বক সার্বক্ষনিক তদারকি নিশ্চিত করতে হবে।

চলমান পাতা-২

২। নিম্ন বর্ণিত কাগজ সমূহ অবশ্যই স্কীমের সাথে প্রেরণ করতে হবে।

১. স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির (LMC) সভার রেজ্যুলেশন।
২. অনুমোদিত সুফলভোগীদের তালিকা। প্রতি হেক্টরে ১০ থেকে ১৫ জন সদস্য হবে এবং কমপক্ষে ৫০% মহিলা সদস্য অন্তর্ভূক্ত করতে হবে।
৩. মালিক প্রতিষ্ঠানের অনাপত্তি পত্র (NOC)।

উল্লেখ্য, কোন স্কীমে উপরোক্ত শর্তাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালিত না হলে সংশ্লিষ্ট জেলা মৎস্য কর্মকর্তাগনের উপরই এর দায়দায়িত্ব বর্তাবে এবং উক্ত স্কীম গ্রহনযোগ্য বলে বিবেচিত হবে না।

১৪/০৮/১৬
(মোঃ মুহিবুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
ফোন: ৯৫৬৮৯৭১

জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
..................................।

পত্র নং-৩৩.০০.০০০০.১৪৫.০২.০০৫.১৫-৩০১ তারিখঃ ১৪/০৮/২০১৬ খ্রি.

সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুলিপি প্রেরণ করা হলো ঃ- (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)।

১। সচিব, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
২। মহাপরিচালক,মৎস্য অধিদপ্তর,বাংলাদেশ,মৎস্য ভবন,রমনা,ঢাকা।
৩। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৪। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব,মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,বাংলাদেশ সচিবালয়,ঢাকা।
৫। উপ-পরিচালক,মৎস্য অধিদপ্তর,ঢাকা/রাজশাহী/রংপুর/খুলনা/বরিশাল/সিলেট ও চট্টগ্রাম বিভাগ,কুমিল্লা।
৬। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন,রমনা,ঢাকা।
৭। জেলা প্রশাসক, ...।
৮। প্রধান সমন্বয়ক আইসিটি শাখা, মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন, রমনা, ঢাকা (পত্রটি মৎস্য অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হ'ল)।
৯। প্রধান হিসাব রক্ষন কর্মকর্তা, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,সেগুনবাগিচা,ঢাকা।
১০। উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ...।
১১। সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,..।
১২। সহকারী প্রকৌশলী/মৎস্য চাষ প্রকৌশলী,উপ-পরিচালকের দপ্তর,মৎস্য অধিদপ্তর,...........................বিভাগ, ...।
১৩। উপ-সহকারী প্রকৌশলী/এস্টিমেটর/নক্সাকার/ড্রাফটস্‌ম্যান,জেলা মৎস্য কর্মকর্তার দপ্তর, ...।
১৪। অফিস কপি।

১৪/০৮/১৬
(মোঃ মুহিবুজ্জামান)
প্রকল্প পরিচালক (উপ-সচিব)
ফোন: ৯৫৬৮৯৭১